যুগান্তর

ছাত্রদলের মিছিলে পুলিশের বাধা : লাঠিচার্জ টিয়ারগ্যাস অর্ধশত গাড়ি ভাংচুর

যুগান্তর রিপোর্ট

নিউটন হত্যার প্রতিবাদে গতকাল সন্ধ্যায় নগরীতে ছাত্রদলের মিছিলে পুলিশি হামলার পর বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্মীরা অর্ধশত গাড়ি ভাংচুর করেছে। পুলিশ ছাত্রদলের মিছিলে ব্যারিকেড দিয়ে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করলে অন্তত ৫ জন ছাত্রদল কর্মী আহত হয়। পরে ছাত্রদল কর্মীরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ, রমনা থানার ওসির অপসারণ ও হামলাকারী পুলিশের বিচারের দাবিতে মিছিল বের করে। রাতে ছাত্রদল নেতারা বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার বাসভবনে গিয়ে এ ঘটনায় তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এর আগে বিকালে নয়া পল্টনে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ছাত্রদল নেতারা অবিলম্বে নিউটনের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে গ্রেফতারের দাবি জানান। পুলিশ খুনিদের গ্রেফতারে ব্যর্থ হলে ছাত্রদল কর্মীরা মিরপুর ঘেরাও করে খুনিদের ধরে জনতার আদালতে বিচার ক[রবে] হবে বলেও সমাবেশে হুমকি দেয়া হয়।

ছাত্রদলের : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৭

ছাত্রদলের : মিছিলে পুলিশের বাধা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সমাবেশে বক্তৃতাকালে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বরকতউল্লাহ বুলু ছাত্রদল কর্মীদের ধৈর্য ধারণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, নিউটন হত্যাকাণ্ডে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে খুনিদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন। খুনিদের গ্রেফতার করা না হলে আইন-শৃংখলা রক্ষায় যারা ব্যর্থ হচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরে ব্যবস্থা নেবেন।

সমাবেশ শেষে ছাত্রদল কর্মীরা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনার নিউটনের হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বরকত উল্লাহ বুলু বিজয়নগর মোড় পর্যন্ত মিছিলে অংশ নেন। পরে মিছিলটি বিজয়নগর রোড হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের দিকে যাওয়ার পথে পুরানা পল্টন পুলিশ বক্সের সামনে পুলিশ মিছিলে ব্যারিকেড দেয়। ছাত্রদল কর্মীরা তাদের শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাবে যেতে দিতে পুলিশকে অনুরোধ জানায়। ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি মনির হোসেন, ঢাকা মহানগরী সভাপতি মামুন হাসান, সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদসহ নেতারা তাদের যেতে দিতে পুলিশকে বারবার অনুরোধ করলে পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওদিকে মিছিল যেতে দিতে নিষেধ করেছেন। পুলিশি বাধার মুখে একপর্যায়ে ছাত্রদল কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে সামনের দিকে এগুতে চাইলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এরপর ছাত্রদল নেতাদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হলে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। পরপর কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। লাঠিচার্জে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রদল নেতার মাথা ফেটে যায়। পুলিশের লাঠিচার্জে আহত কয়েকজন রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। হামলায় কারণে পেছন দিকে ছুটে যাওয়া বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্মীরা গাড়ি ভাংচুর শুরু করে। তারা পুরানা পল্টন মোড় থেকে বিজয়নগর, কাকরাইল, নয়া পল্টন ও বায়তুল মোকাররমের রাস্তায় প্রায় অর্ধশত প্রাইভেট কার, বাস, মাইক্রোবাস ও বেবিট্যাক্সি ভাংচুর করে।

ওদিকে অল্পক্ষণের মধ্যে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা আবার সংগঠিত হয়ে পুরানা পল্টন মোড়ে সমবেত হন। আবারও প্রেসক্লাবের দিকে মিছিল নিয়ে যেতে চাইলে পুলিশ এতে বাধা দিলে তারা রাস্তায় বসে পড়েন। এ সময় রমনা থানার ওসি বাবুলের সঙ্গে ছাত্রদল নেতাদের কথা কাটাকাটি হয়। পরে তারা পুলিশি হামলার প্রতিবাদে সেখানে সমাবেশ করে মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাবের দিকে যান। প্রেসক্লাব ও তোপখানা রোড প্রদক্ষিণ করে মিছিলটি বিজয়নগর হয়ে আবার নয়া পল্টনে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে ছাত্রদল কর্মীরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ ও ওসি বাবুলের অপসারণের দাবিতে শ্লোগান দেয়। বিকালে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রদল নেতা মঞ্জুর এলাহী, সাগীর আহমদ, মনির হোসেন, মামুন হাসান, এ বি এম মোশাররফ হোসেন, শহীদুল্লাহ তালুকদার, শামসুজ্জামান সুরুজ, মুন্সি বজলুল বাসিত আঞ্জু, হারুনুর রশিদ হারুন, রফিকুল আলম মজনু, এস এম [illegible]

বিএনপি মহাসচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার বাসভবনে যান। তারা তাদের মিছিলে পুলিশের বাধা, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জের ঘটনা তাকে জানান। তারা বিএনপি মহাসচিবের কাছে দায়ী পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানালে আবদুল মান্নান ভূঁইয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদল নেতা মনির হোসেন, মামুন হাসান, সালাহউদ্দিন টুকু, সেলিমুজ্জামান সেলিম, হারুনুর রশিদ হারুন, রওনাকুল ইসলাম টিপু, আবদুস সাত্তার, রফিকুল আলম মজনু প্রমখ।